প্রথম আলো

তারিখ OCT 05 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে দৃষ্টি দিন

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান

শিক্ষার কথা বললে প্রথমেই যে কথাটি আসে তা হলো শিক্ষক। কারণ শিক্ষকই হচ্ছেন শিক্ষাব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ নির্ভর করে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ওপর। জাতি গঠনের ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম শিক্ষা। যেহেতু শিক্ষকই হলেন শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু, সে কারণেই ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশেষ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে প্রণীত হয় শিক্ষকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ১৪৬ ধারা ও উপধারা বিশিষ্ট সনদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার ঘোষণা থেকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং ইউনেস্কো-আইএলওর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই অর্জিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক দলিল।

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে দলিলটির যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করার অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তৎকালীন বিশ্বের ১৪৭টি দেশের ২১০টি শিক্ষক সংগঠনের প্রায় দুই কোটি ৩০ লাখ শিক্ষক ও কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা 'এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল'-এর ক্রমাগত অনুরোধ ও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ২৬তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ড. ফ্রেডারিক মেয়রের যুগান্তকারী ঘোষণার মাধ্যমে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের দেশেও খুব সীমিত আকারে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সত্য কিন্তু আজও পরিপূর্ণ মর্যাদায় দিনটি পালিত হয় না। বিশ্ব শিক্ষক দিবসের এই দিনে সারা বিশ্বের শিক্ষকেরা যখন একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষকতার চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুতির কথা ভাবছেন, সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষকসমাজ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারি শিক্ষকসমাজ নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে মহান পেশায় নিয়োজিত আমাদের শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়টিও আজ অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে সকল শিক্ষকের আরও সজাগ হওয়া জরুরি।

কেবল মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতাই আদর্শ শিক্ষক প্রণয়নে যথেষ্ট নয়। শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার মহতী চেতনা ও উপলব্ধি তাকে শিক্ষাদানের পবিত্র দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষকের চাওয়া-পাওয়া সীমিত। তিনি জানেন তার চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং ভবিষ্যৎ বিড়ম্বনাময়, তবু তিনি হৃদয়ের টানে এই সুকঠিন জীবিকার পথ বেছে নেন। এর জন্য তাকে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করতে হলেও তিনি আদর্শচ্যুত হন না। সর্বদা ন্যায়নীতির প্রশ্নে তিনি আপসহীন। 'শিক্ষক' মানুষ গড়ার কারিগরি, এই নামেই তিনি আখ্যায়িত। শিক্ষা নিকেতন তার কর্মশালা। সেখানে তিন শিক্ষার্থীর মনন, মেধা ও আত্মশক্তির বিকাশ, পরিশীলন, উন্নয়ন ও প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একজন আদর্শ শিক্ষক সহজ, সরল, নিরহঙ্কার, কর্তব্যনিষ্ঠ, নিস্বার্থ, নির্ভীক ও গতিশীল মনের অধিকারী পণ্ডিত ব্যক্তি। নিজের অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি সমৃদ্ধতর করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করেন। তার কর্তব্য নিষ্ঠা, নিরলস পরিশ্রম, কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষার্থীদের প্রেরণার উৎস। কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তিনি কখনই কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না বা নিজের ব্যর্থতার জন্য কোনোরূপ অজুহাত সৃষ্টি করেন না। তার পার্থিব চাহিদা সীমিত, কিন্তু তার স্বপ্ন সীমাহীন।

সমাজ ও জাতি গঠনে, দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে, দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে বিশ্বের দরবারে নিজ দেশের গৌরবময় অবস্থান গড়ে তুলতে একজন আদর্শ শিক্ষকের অবদান কোনো রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ বা সমাজ নেতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাইতো বলা যায়, একজন আদর্শ শিক্ষক দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষের অন্যতম। তাই সংগত কারণেই শিক্ষকের কাছে অনেক প্রত্যাশা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে তাদের অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, অনুসন্ধানী ও জ্ঞানপিপাসুরূপে গড়ে তোলাই হবে শিক্ষকদের দায়িত্ব। শিক্ষক আন্তরিকতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, অনুশীলন প্রস্তুত, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন এবং সহপাঠক্রম কাজ পরিচালনা করবেন। শিক্ষক এমন সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠদান করবেন, যাতে শিক্ষার্থীর আর গৃহশিক্ষকের (প্রাইভেট টিউটর) প্রয়োজন না হয়।

একটি উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, অবহেলা ও অবজ্ঞার ফ শিক্ষকতা পেশা আকর্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। অ নিয়োগ নীতিমালায় মেধাসম্পন্ন দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক নি দেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই সরকারি ও বেসর শিক্ষকের বৈষম্য দূর করে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভি বেসরকারি শিক্ষকের নিয়মিত বেতন-ভাতাদি প্রদানের ব্য করতে হবে। যাতে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে প্রাই টিউশনি বা অন্য কোনো বাড়তি কাজের দ্বারা অতিরিক্ত উপার্জন করতে না হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বেসর শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলেও পদোন্নতির কোনো সুযোগই নেই। সৌভাগ্যবান কেউ কোনো মতে ধাপ এগোলেও পরবর্তী সব ধাপ বন্ধ। নেই কোনো প্রশি ব্যবস্থা। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি গ অসংগতিপূর্ণ নীতিমালা থাকার কারণে বেসরকারি শিক্ষ চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। নেই তাদের কোনো আবা ব্যবস্থা। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে সুন্দর মানসম্পন্ন পরি বসবাস করার বিষয়টি আজও তাদের কাছে স্বপ্নবিলাস হয়ে গেছে। চিত্তবিনোদনের বিষয়টি শিক্ষকেরা কল্পনায়ই আ পারেন না। বেসরকারি শিক্ষক পান না কোনো সম্মানজ উৎসব ভাতা বা ভ্রমণ ভাতা।

সামগ্রিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে এ কথাই বলতে হয় শিক্ষকেরা এক চরম হতাশার মধ্যে দিনযাপন করছেন। ফলে নতুন কিছুর সৃষ্টি তো দূরের কথা বরং অতি সাধ দায়িত্ব পালন করার স্পৃহাও না থাকাই স্বাভাবিক। অ একটি স্পর্শকাতর বিষয় হলো আদেশ-নির্দেশে শিক্ষকের ফলপ্রসূ হয় না বরং প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত প্রথা গড়ে তুলতে পারলেই কাঙ্ক্ষি ফল পাওয়া যাবে। পরিশেষে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং অধিকার ও ম প্রতিষ্ঠায় এ দিবস পালনের প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট স প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করবেন—এই প্রত্যাশাই রাখি

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান: একটি বেসর